ইহাদের ভিড়ে

রোকন উদ্দিন খান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ইহাদের ভিড়ে

'স্যার, নামুন; আমরা ঢাকা পৌঁছে গেছি।'

বাসের সুপারভাইজারের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল জহিরের। আড়মোড়া ভেঙে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সকাল ছয়টা বাজে। মনে পড়ল—রাত দশটায় সে রংপুর থেকে ঢাকাগামী বাসে চেপে বসেছিল। জহির রাতের লং জার্নিতে বাসে উঠলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে যায়। এমনকি টি ব্রেকের জন্য বাস কোথাও দাঁড়ালেও ওই সময়টা সে ঘুমিয়ে কাটায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু জহিরের খটকা লাগল অন্য জায়গায়। যতদূর মনে পড়ে—সে ৮০০ টাকা ভাড়ার নন-এসি বাসে উঠেছিল। এসি বাসের বিলাসিতার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু এখন যে বাসের ভেতর সে বসে আছে, সেটি খুব উন্নতমানের এসি বাস। এপ্রিলের প্রচণ্ড গরমেও চমৎকার ঠান্ডা হয়ে আছে বাসের ভেতরটা। সুপারভাইজার বিরক্ত কণ্ঠে আবার বলে উঠল, 'স্যার, প্লিজ নামুন! আপনি ছাড়া সব যাত্রী নেমে গেছে।'

জহির লক্ষ করল—পুরো বাসে সে একা। সে সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি এসি বাস?'

সুপারভাইজার চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আমি জানতে চাইছি, আমি তো নন-এসি বাসে উঠেছিলাম, এখন ঘুম ভেঙে দেখি এসি বাসে বসে আছি। ব্যাপার কী?'

সুপারভাইজারের বিরক্তি ক্রমেই বাড়ছে। 'আপনার ঘুমের রেশ বোধ হয় এখনও কাটেনি। বাংলাদেশ থেকে ননএসি গাড়ি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহু বছর আগে। প্লিজ নামুন! আপনার জন্য আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস থেকে নামল জহির। গড়বড়টা কোথায় লাগল ভেবে পাচ্ছে না সে।

বাস থেকে নেমেই বাইরের গরমের আঁচ টের পেল জহির। যদিও সময়টা ভোরবেলা বলে গরম ততটা অসহ্য লাগছে না।

'এক্সকিউজ মি, আপনি কি জহির সাহেব?'

জহির দেখল—সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ও কালো জুতো পরা ক্লিনশেভড এক সুদর্শন যুবক তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জহির সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

'আমি আরমান। আপনাকে নিতে এসেছি। ওই যে আমাদের গাড়ি। চলুন।'

জহির দেখল—সামনেই একটি সাদা রঙের দামি গাড়ি অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশের এলাকাতে একবার নজর বুলিয়ে নিল জহির। দেখতে পেল, রাস্তার ওপরে সাইন ঝুলছে—গাবতলী। বুঝতে পারল—সে ঠিক জায়গাতেই এসেছে। তবে তার চেনা গাবতলীকে আজ কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। কিন্তু গরমিলটা ঠিক কোথায়, তা চট করে ধরতে পারল না সে। নিঃশব্দে আরমানকে অনুসরণ করে সাদা রঙের গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসল সে।

আরমান ড্রাইভিং সিটে বসল। গাড়ি মাজার রোড পেরিয়ে টেকনিক্যাল থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে মিরপুরের দিকে ধীরগতিতে ছুটে যাচ্ছে। জহির গাড়ির জানালার কাচ গলে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা করল।

চিরচেনা ঢাকাকে কেন যেন আজ অন্যরকম লাগছে জহিরের কাছে। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। একেবারে ঝকঝক-তকতক করছে সবকিছু। রিকশা চোখে পড়ল না একটাও। ট্রাফিক সিগন্যালে দুই-তিনবার তাদের গাড়ি দাঁড়াল। ভোরবেলা রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও গাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে লেন মেনে চলছে এবং ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করছে। অথচ কোথাও ট্রাফিক পুলিশ চোখে পড়ল না। জহির ভেতরে ভেতরে খুব অবাক হলো। সে এবার প্রায় ছয় মাস পর ঢাকা এলো। এই ছয় মাসে ঢাকা এতখানি বদলে গেল? আর বদলে না হয় গেলই, সে তা জানতেও পারল না! ওদিকে এসি বাসের গড়বড়েরও কোনো হিসাব মিলছে না!

'আরমান সাহেব, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমরা প্রথমে আমাদের ডরমিটরিতে যাব। সেখানে আপনি বিশ্রাম করবেন। ফ্রেশ হবেন। সকাল দশটায় আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

গাড়ির ভেতরটা এবার ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করল জহির। সিটগুলো খুবই আরামদায়ক। পা রাখার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। সস্তা গ্যাবার্ডিন প্যান্ট ও সস্তা আকাশি রঙের শার্টের সাথে ফুটপাত থেকে কেনা খাকি রঙের জুতো পরা জহিরকে এই বিলাসবহুল গাড়ির সাথে মোটেই মানাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গাড়ি মিরপুর এক নম্বরের কাছে একটি প্রকাণ্ড অত্যাধুনিক ভবনের সামনে এসে দাঁড়াল। ভবনটিকে একদম নতুন মনে হলো আরমানের কাছে। পুরো ভবনটি কাচের দেওয়াল দিয়ে তৈরি। ভবনটির ডিজাইন একেবারে অন্যরকম। যেন পুরো ভবনটিকে রশির মতো করে পাকানো হয়েছে। এত দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক ভবন ঢাকা শহরে আর চোখে পড়েনি জহিরের।

আরমান ভবনটির আন্ডারগ্রাউন্ডে গাড়ি পার্ক করে জহিরকে নিয়ে লিফটে উঠল। লিফট থামল ১৪ তলায়। সারি সারি অনেকগুলো কক্ষের মধ্য থেকে ১৪০৫ নং কক্ষের দরজা খুলল আরমান। আরমানের পিছুপিছু জহির ভেতরে প্রবেশ করল।

আরমান বলল, 'আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। যথাসময়ে আপনার ব্রেকফাস্ট চলে আসবে। নয়টা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে তৈরি থাকবেন। আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

আরমান চলে গেলে জহির রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলো। পুরো রুমের ভেতরটাতে একবার দৃষ্টি দিলো সে। খুব বড়ো নয় রুমটা। বড়োজোর পনেরো বাই দশ ফিট হবে। আসবাব বলতে আছে—একটি সেমি ডাবল খাট, একটি মাঝারি সাইজের চেয়ার-টেবিল, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি কাঠের আলমারি, একটি দেড় টনের এসি ও অ্যাটাস্ট বাথরুম। রুমের আকাশি রঙের দেওয়ালের এক জায়গায় কেবল একটি ভূট্টাখেতের বাঁধানো ছবি শোভা পাচ্ছে। কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রেখে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়াল জহির।

ত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় কি একটু বেশিই বুড়িয়ে গেছে সে? ফরসা রঙের মুখটা রোদে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। সোমা প্রায়ই বলে—ওর চেহারায় নাকি কঠোরতা ও নির্লিপ্ততার এক অদ্ভুত মিশেল লেপটে থাকে সব সময়। জহিরের নিজের অবশ্য তা মনে হয়নি কখনো। তবে এটা ঠিক—জগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকাটাকে উপভোগ করে সে।

অ্যাটাস্ট বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নরম ও পরিষ্কার বিছানায় গা এলিয়ে দিলো জহির। এখন সকাল সাতটা বাজে। নয়টা পঞ্চাশের মধ্যে তৈরি থাকতে হবে তাকে।

ইহাদের ভিড়ে

'জহির সাহেব, কেমন আছেন আপনি?'

প্রশ্নকর্তা রায়হান সাহেবের মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল ও মুখভর্তি লম্বা ধবধবে সাদা দাড়ি। এমনকি তার দুই চোখের ভ্রুও ধবধবে সাদা। কপালের ঠিক মাঝখানে একটি কালো মোটা কড়া দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে নামাজ পড়লে সিজদা দেওয়ার স্থানে এমন কড়া পড়ে অনেকের। ভদ্রলোকের দুই ভ্রুর নিচের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে।

সাদা রঙের পাঞ্জাবি-পাজামা পরা ফরসা সফেদ চেহারার এই লোক দেশের সেরা একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ভাবাই যায় না। জহিরের মনে হলো—এই লোক টুপি-পাগড়ি পরে কোনো মসজিদে খুতবা দিতে দাঁড়ালে বরং বেশি মানাত। তবে চুল-দাড়ি পেকে গেলেও বোঝা যাচ্ছে লোকটির শরীর বেশ শক্ত-সমর্থ আছে। জহিরের মনে হলো—লোকটির বয়স হতে পারে ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে। সকাল নয়টায় ঘুম থেকে জেগে, ফ্রেশ হয়ে টেবিলে দিয়ে যাওয়া গমের আটার রুটি, ডিম, সবজি ও কফির নাশতা সারতে না সারতেই আরমান জহিরকে নিয়ে এসেছে এখানে।

'জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।'

রায়হান সাহেব জহিরের কথা শুনেছেন বলে মনে হলো না। তিনি তার হাতে থাকা ফাইলের কাগজপত্রে ডুবে আছেন। জহির লক্ষ করল—ওই ফাইলে রয়েছে তারই জীবনবৃত্তান্ত।

জহির এই অবসরে চারপাশটা একবার চট করে দেখে নিল। মাঝারি সাইজের রুমটিতে আসবাব বলতে তেমন কিছু নেই। রায়হান সাহেবের বসার চেয়ার-টেবিল ছাড়াও রয়েছে কয়েকটা ভিজিটর চেয়ার, এসি আর একটি ফাইল কেবিনেট। কিছুদিন আগে এই বিখ্যাত ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সাত দিনব্যাপী একটি কৃষি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য অনলাইনে আবেদন করেছিল সে। পরে তাকে ফোন করে জানানো হয়—তার আবেদন গৃহীত হয়েছে, সে যেন সাত দিন থাকার প্রস্তুতি নিয়ে এখানে আসে এবং তাকে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন পরিচালকের কাছে একটি ছোট্ট ইন্টারভিউ দিতে হবে। এও বলা হয়—ইনস্টিটিউটের লোকেরা তাকে গাবতলী থেকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে।

'আপনি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ করেছেন, কৃষি বিষয়ে আপনার আগ্রহের কারণ কী?'

রায়হান সাহেব এবার হাতের ফাইল রেখে জহিরের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্নটি করেছেন। জহির লক্ষ করল—রায়হান সাহেবের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের অন্তর্ভেদী। এই দৃষ্টির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

'চাকরি বা ব্যাবসার চাইতে কৃষিকাজই আমার বেশি পছন্দ। তাই লেখাপড়া শেষ করে সোজা কৃষিতে মনোযোগ দিয়েছি।' জহির কথা কম বলতেই পছন্দ করে। তাই অল্প কথায় উত্তর দিলো সে।

এবার রায়হান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। একটু হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক মিনিট বাইরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার নিজের চেয়ারে এসে

বসলেন। এরপর জহিরে চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আপনি মনটা শক্ত করুন। কারণ, আপনি এখন এমন কিছু শুনতে যাচ্ছেন, যা শুনলে বড়ো ধরনের একটি ধাক্কা খাবেন।'

রায়হান সাহেবের এমন উদ্ভট কথা শুনে অবাক হলো জহির। সে এসেছে একটি কৃষি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে। তার সামনে বসা এ বৃদ্ধ লোককে সে জীবনে এই প্রথমবার দেখছে। তিনি কী এমন কথা শোনাতে চান তাকে, যা শুনলে সে 'ধাক্কা' খাবে!

'বলুন, আমি শুনছি।'

'বলছি। তার আগে আপনি দেওয়ালে ঝোলানো ওই ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো আজ কত তারিখ!'

জহির ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখল, ক্যালেন্ডারে জুন মাসের পাতা দেখা যাচ্ছে। তার যতদূর মনে পড়ে, আজ ২০২৩ সালের এপ্রিলের ২ তারিখ হওয়ার কথা। এপ্রিলের ৩ তারিখ থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হবে বলে তার এক দিন আগেই সে ঢাকায় এসেছে ইন্টারভিউ দিতে। কিন্তু এখানে ক্যালেন্ডারে জুন মাসের পাতা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কেন? আর একটু ভালোভাবে লক্ষ করতে গিয়ে সে দেখতে পেল, ক্যালেন্ডারের পাতায় সাল লেখা ২০৮৫!

রায়হান সাহেবের দিকে ফিরে জহির বলল, 'আপনার ক্যালেন্ডার তো ভুলে ভরা। এই ভুল ক্যালেন্ডার এখানে টানিয়ে রেখেছেন কেন?'

রায়হান সাহেব একটু সামনে ঝুঁকে এসে জহিরের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আজ ২০৮৫ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখ। ওই ক্যালেন্ডারটি সঠিক তারিখই দেখাচ্ছে।'

জহির চোখে অবিশ্বাস ও বিরক্তি। এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়েছে সে! কিন্তু সামনের বৃদ্ধ লোকটিকে মোটেও পাগল বলে মনে হচ্ছে না তার। বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষের চোখের দৃষ্টি এতখানি অন্তর্ভেদী হয় না।

জহির চট করে তার পকেটে রাখা নিজের মোবাইল ফোনটি বের করে তারিখ দেখার চেষ্টা করল। তার মোবাইল ফোনে তারিখ দেখাচ্ছে—২০২৩ সালের এপ্রিল মাসের ২ তারিখ। ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল জহিরের। 'দেখুন, আমার মোবাইল ফোনে সঠিক তারিখই দেখাচ্ছে। আপনার ক্যালেন্ডার ভুল।'

রায়হান সাহেব তখনও সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে জহিরের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, আপনার মোবাইল ফোন কি অপারেটরের নেটওয়ার্ক পাচ্ছে?'

মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের হাসি মুছে গেল জহিরের। তার মোবাইল ফোনে কোনো নেটওয়ার্ক শো করছে না। তার মানে জিপিএস থেকে তার মোবাইল ফোনে সময় আপডেট হচ্ছে না।

রায়হান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'এটা যে ২০৮৫ সাল, তার কী প্রমাণ চান আপনি আমার কাছে? ওকে, আমি ছোটো আরেকটা প্রমাণ দিচ্ছি। আজকের সংবাদপত্র দেখুন।'

টেবিলে রাখা আজকের সংবাদপত্রটি জহিরের দিকে এগিয়ে দিলেন রায়হান সাহেব। জহির পত্রিকার প্রথম পাতায় দেখতে পেল, আজকের তারিখ—২০৮৫ সালের ২৩ জুন। জহিরের বিরক্তির সীমা রইল না। এই পাগলের সাথে আর এক মিনিটও নয়। দরকার নেই তার কৃষি প্রশিক্ষণের। সে ঠিক করে ফেলল, আজই বাড়ি চলে যাবে।

জহির উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'এসব উদ্ভট কথা কেন বলছেন আমাকে? আমি মনে হয় ভুল জায়গায় এসেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, আমি চলে যাচ্ছি।'

রায়হান সাহেব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'রেগে যাবেন না। আপনি যেতে চাইলে আপনাকে কেউ বাধা দেবে না। তবে আপনি যদি শান্ত হয়ে আমার কথা শোনেন, তাহলে আপনারই লাভ হবে।'

রায়হান সাহেবের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, জহির না বসে পারল না। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা, আপনি বলতে চাইছেন এখন ২০৮৫ সাল চলছে। তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিজে আপনার কথার সত্যতা যাচাই করতে চাই।'

'বেশ, যাচাই করুন।'

জহির পকেট থেকে ফোন বের করে তার স্ত্রী সোমার নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করল। পরক্ষণেই মনে পড়ল, তার মোবাইলে কোনো নেটওয়ার্ক নেই। সামনে রাখা ল্যান্ডফোন টেনে নিয়ে আবার সোমার নাম্বারে ডায়াল করল সে। সোমার নাম্বার তার মুখস্থই আছে। কিন্তু কোনোভাবেই সোমার নাম্বারে কল প্লেস করতে পারল না জহির। এবার মনির চাচার ফোন নাম্বার বের করে ডায়াল করল সে। এবারও একই অবস্থা। এমনিভাবে আরও তিনটি নাম্বারে ফোন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো জহির।

রায়হান সাহেব বললেন, 'মাথা ঠান্ডা করুন। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আপনার মোবাইলে সংরক্ষিত নম্বরগুলোর একটিও আর ভ্যালিড নেই। ওই নম্বরগুলো ৬২ বছর আগের নম্বর। তার চেয়ে বরং আপনি এক কাজ করুন, আমার সেলফোনটি দেখুন। এখানে জিপিএস চালু করা আছে।'

রায়হান সাহেবের ফোনটি হাতে নিল জহির। খুব স্লিম আর দামি স্মার্ট ফোন। ফোনের ক্যালেন্ডারে দেখানো হচ্ছে, আজকের তারিখ—২০৮৫ সালের ২৩ জুন। ওয়েদার ফোরকাস্ট অ্যাপসে ঢুকেও সে একই তারিখ দেখতে পেল। মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে জহিরের। মনে পড়ল, সকালে বাস থেকে নামার সময় বাসের সুপারভাইজার বলছিল—বাংলাদেশ থেকে নন-এসি বাস বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহু বছর আগে। আরও মনে পড়ল—গাবতলী থেকে মিরপুর আসার পথে গাড়ির জানালা গলে ঢাকা শহরকে যতটুকু দেখেছিল সে, সেটি তার পরিচিত ঢাকা ছিল না।

ফোনটি রায়হান সাহেবের হাতে ফিরিয়ে দিলো জহির। রাজ্যের ক্লান্তি ভর করেছে তার ওপর। কী হচ্ছে তার সাথে সকাল থেকে? আচ্ছা, সে কি স্বপ্ন দেখছে? স্বপ্ন নাকি সব সময় সাদাকালো হয়, রঙিন হয় না। রুমের চারদিকটা চট করে একবার দেখে নিল জহির। নাহ! আকাশি রঙের পর্দা আর দেওয়ালের অফ হোয়াইট রং ঠিকই ধরতে পারছে সে। অতএব, এটা স্বপ্ন না। সম্প্রতি কোনো টাইম ট্রাভেলের সাইন্স ফিকশন কি সে পড়েছে, যার কারণে তার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে? নাহ! বহুদিন হলো সে কোনো ফিকশন পড়ে না। কাজেই এমনটিও হওয়ার কথা না! তাহলে? জহির কোনো কিছুর কূলকিনারা করতে না পেরে ক্লান্ত চোখে রায়হান সাহেবের দিকে তাকাল।

'প্লিজ আমাকে সবকিছু খুলে বলুন!'

রায়হান সাহেবের সৌম্য চেহারায় কোনো উত্তাপ নেই। কেবল তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। জহিরের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জানি আপনার মানতে কষ্ট হচ্ছে; তবুও যা সত্যি, তা তো আপনাকে মেনে নিতেই হবে। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, আশা করি ব্যাপারটা বুঝবেন।'

দরজায় নকের শব্দ শুনে রায়হান সাহেব বলে উঠলেন, 'ইয়েস।' একটি তরুণ দুই কাপ কফি নিয়ে রুমে প্রবেশ করল। কফি সার্ভ করে কোনো দিকে না তাকিয়ে চলে গেল সে। নিজের দিকে কফির কাপ টেনে নিয়ে রায়হান সাহেব বললেন, 'নিন কফি নিন।'

জহির কফির কাপে চুমুক দিলো। একেবারে পারফেক্ট কফি। কফির প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। সোমা তাকে দিনে কয়েকবার করে কফির কাপ ধরিয়ে দেয়। কফি উইথ মিল্ক, সাথে মাত্র এক চামচ চিনি। জহিরের মনে পড়ল— সকালে সে যে কফি খেয়েছে, সেটাও এমনি পারফেক্ট কফি ছিল। শুধু তা-ই নয়, বহু বছর ধরে সকালে সে দুটি সেদ্ধ আটার রুটি, একটি ডিম ভাজি ও সামান্য খানিকটা সবজি খায়, আজ

সকালে তাকে তার সেই পছন্দের নাশতাই দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি এরা জহিরের পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুর খবর জানে? হায় আল্লাহ! এ কাদের পাল্লায় পড়েছে সে?

রায়হান সাহেব বললেন, 'যেভাবেই হোক আপনি ২০২৩ সাল থেকে ২০৮৫ সালে এসে পড়েছেন। আপনি চাইলে আজই, এখনই আপনার সময়ে চলে যেতে পারেন। আমরা আপনাকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। আবার চাইলে ২০৮৫ সালের ঢাকা শহর ঘুরে দেখতে পারেন। যদি ভালো লেগে যায়, যদি আপনি চান, তাহলে এখানে থেকেও যেতে পারবেন। পুরো ব্যাপারটা আপনার ইচ্ছার নির্ভর করছে।'

জহির এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না—তার সাথে কী ঘটছে। সে বলল, 'আমাকে কি আমার ইচ্ছাতে এখানে আনা হয়েছে যে, এখন বলছেন আমার ইচ্ছাতেই সব হবে?'

খোঁচাটা গায়ে মাখলেন না রায়হান সাহেব। 'দেখুন, সবাইকে জীবনে কিছু অনিবার্য বাস্তবতা মেনে নিতে হয়। সবকিছু আমাদের ইচ্ছামাফিক ঘটে না। তবে এখানে থেকে যাওয়া বা চলে যাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছাধীন।'

জহির ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমাকে একটুখানি সময় দিন প্লিজ!'

'নিশ্চয়ই।'

জহির চেয়ার থেকে উঠে প্রথমে লাগোয়া বাথরুমে গেল। উন্নতমানের ফিটিংসসংবলিত বাথরুমের ভেতরটা ঝকঝক করছে। পুরো মেঝে খটখটে শুকনো। বেসিনের ওপরে লাগানো আয়নায় নিজের চেহারা দেখল জহির। মুখে পানির ছিটা দিলো কয়েকবার। টিস্যু হোল্ডার থেকে টিস্যু নিয়ে মুখ মুছল। এই ত্রিশ বছরের জীবনে সে বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে। বলা যায়—তার পুরো জীবনটাই কেটেছে প্রতিকূলতার সাথে। কিন্তু এবারের চ্যালেঞ্জের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। রহস্য ও রোমাঞ্চের একটি অজানা অধ্যায় আচমকা তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

জহির নিজেকে সামলে নিল। সে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। বাথরুম থেকে বেরিয়ে রায়হান সাহেবের মুখোমুখি হলো জহির। রায়হান সাহেবের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি কী করব, তা আমি ঠিক করব; আপনি নন। তবে তার আগে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

রায়হান সাহেব নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, 'বলুন, আমি শুনছি।'

জহির কঠোর গলায় বলল, 'প্রথমত, আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, মানে আমি যদি সত্যি ২০২৩ সাল থেকে ২০৮৫ সালে এসে থাকি, তাহলে কে বা কারা আমাকে এখানে নিয়ে এলো? দ্বিতীয়ত, টাইম ট্রাভেলের প্রযুক্তি ঠিক কীভাবে কাজ করে? এটি

কি এই সময়ে উন্মুক্ত কোনো বিষয়, নাকি কেবল আমাকেই অতীত থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে? তৃতীয়ত, যদি কেবল আমাকেই অতীত থেকে নিয়ে আসা হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক কী উদ্দেশ্যে আমার ওপর টাইম ট্রাভেল চাপিয়ে দেওয়া হলো? দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আমি কেন? অন্য কেউ নয় কেন?'

রায়হান সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বললেন, 'আপনি সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন। তবে তার আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি ২০৮৫ সালে থেকে যাবেন নাকি ২০২৩ সালে চলে যাবেন। যদি ২০৮৫ সালে থেকে যেতে চান, তাহলে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি পাবেন না। আর যদি ২০২৩ সালে চলে যেতে চান, তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।'

জহিরের মুখের পেশি আরও শক্ত হলো। 'আমি কি ধরে নেব—এই মুহূর্তে আমি আপনার হাতে বন্দি এবং আপনার দেওয়া অপশন দুটির মধ্যে একটি বেছে নিতে আমি বাধ্য?'

এই প্রথম রায়হান সাহেবের মুখে খানিকটা হাসির রেখা দেখা গেল। তবে তা ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ থেকে সেই মৃদু হাসি মিলিয়ে গেল। জহিরের মনে হলো—বুড়োর হাসির সাথে কার যেন হাসির খুব মিল আছে। এই হাসি খুব পরিচিত মনে হচ্ছে তার কাছে। কিন্তু ঠিক কার মুখে সে এমন হাসি দেখেছে, তা মনে করতে পারল না।

রায়হান সাহেব ধীর গলায় বললেন, 'আপনি বন্দি নন, সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে মুক্ত হলেও ওই দুটি অপশনের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ছাড়া আপনার ভিন্ন কোনো উপায় নেই। আপনি আজ সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সময় পাচ্ছেন। এই সময়টাতে আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা খুশি করতে পারেন। সন্ধ্যা সাতটার আগে আমার কাছে ফিরে আপনার পছন্দের কথা জানাতে হবে। আপনি আপনার পছন্দ জানালে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর যদি আপনি সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে আপনার কোনো পছন্দ না জানান, তাহলে আমি ধরে নেব আপনি ২০৮৫ সালে থেকে যেতে চাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আপনার জন্য ২০২৩ সালে চলে যাওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।'

রায়হান সাহেবের কথা হজম করতে একটু সময় লাগল জহিরের। হঠাৎ সামনে বসে থাকা সফেদ চেহারার এই লোককে সাক্ষাৎ শয়তান বলে মনে হলো জহিরের। তার নিস্তরঙ্গ জীবনে ঝড় হয়ে আসা এই বুড়োকে আর এক মুহূর্তও সহ্য হচ্ছে না তার।